দ্বিতীয়ঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ।—(নিশ্বস্য) ভো দিট্‌ঠং এদস্‌স মআআশীলস্‌স রণ্ণো বঅস্‌সভাবেণ ণিব্বিণ্ণোম্‌হি। অঅং মও অঅং বরাহো অঅং সদ্দূলো ত্তি মজ্‌ঝণ্ণে বি গিম্‌হবিরলপাঅবচ্ছাআসু বণরাইসু আহিণ্ডীঅই অডবীদো অডবী। পত্ত-সংকরকসাআই কডুআই গিরিণঈ জলাই পীঅন্তি। অণিঅদবেলং সূল্লমংসভূইট্‌ঠো আহারো অণ্‌হীঅই। তুরগাণু-ধাবণকণ্ডিদসংধিণো রত্তিম্মি বি ণিকামং সইদব্বং ণত্থি। তদো মহন্তে এব্ব পচ্চূসে দাসীএ পুত্তেহিং সউণিলুদ্ধ-এহিং বণগাহণ-কোলাহলেণ পডিবোধিদো ম্‌হি। এত্তএণ দাণিং বি পীডা ণ ণিক্কমই। তদো গণ্ডস্‌স উবরি পিণ্ডও সংবুত্তো। হিও কিল অম্‌হেসু ওহীণেসু তত্তহোদো মআণুসারেণ অস্‌সম-পদং পবিট্‌ঠস্‌স তাবসকণ্ণআ সউন্দলা ণাম মম অধণ্ণদাএ দংসিদা। সংপদং ণঅরগমণস্‌স মণং কহং বি ণ করেই। অজ্জ বি তস্‌স তং এব্ব চিন্তঅন্তস্‌স অচ্ছীসু পভাদং আসি। কা গদী। জাব ণং কিদাচারপরিক্কমং পেক্‌খামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্‌ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছই পিঅবঅস্‌সো। হোদু অঙ্গভঙ্গবিঅলো বিঅ ভবিঅ চিট্‌ঠিস্‌সং জই এব্বং বি ণাম বিস্‌সমং লহেঅং। (দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ) ॥ ১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ দৃষ্ট এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞঃ বয়স্যভাবেন নির্ব্বিণ্ণোঽস্মি। অয়ং মৃগঃ অয়ং বরাহঃ অয়ং শার্দ্দূলঃ ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্ম-বিরল-পাদপচ্ছায়াসু বন-রাজিষু আহিণ্ড্যতে অটবীতঃ অটবী। পত্র-সঙ্কর-কষায়াণি কটুকানি গিরিনদী-জলানি পীয়ন্তে। অনিয়ত-বেলং শূল্য-মাংস-ভূয়িষ্ঠঃ আহারঃ ভুজ্যতে। তুরগানুধাবন-কণ্ডিত-সন্ধেঃ রাত্রৌ অপি নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি। ততঃ মহতি এব প্রত্যূষে দাস্যাঃ পুত্রৈঃ শকুনি-লুব্ধকৈঃ বন-গাহন-কোলাহলেন প্রতিবোধিতঃ অস্মি। ইয়তা ইদানীম্ অপি পীড়া ন নিষ্ক্রামতি। ততঃ গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডক সংবৃত্তঃ। হ্যঃ কিল অস্মাসু অবহীনেষু তত্রভবতঃ মৃগানুসারেণ আশ্রমপদং প্রবিষ্টস্য তাপসকন্যকা শকুন্তলা নাম মম অধন্যতয়া দর্শিতা। সম্প্রতং নগরগমনায় মনঃ কথম্ অপি ন করোতি। অদ্য অপি তস্য তাম্ এব চিন্তয়তঃ অক্ষোঃ প্রভাতম্ আসীৎ। কা গতিঃ। যাবৎ এনং কৃতাচারপরিক্রমং প্রেক্ষে। এষঃ বাণাসনহস্তাভিঃ যবনীভিঃ বন-পুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃতঃ ইতঃ এব আগচ্ছতি প্রিয়বয়স্যঃ। ভবতু, অঙ্গ-ভঙ্গ-বিকলঃ ইব ভূত্বা স্থাস্যামি, যদি এবম্ অপি নাম বিশ্রামং লভেয়ম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) বলি, দেখলে তোমরা! এই মৃগয়ারত রাজার সহচর হয়ে শেষকালে প্রাণটাই গেল—দেখছি। আর পারি না ছাই। প্রত্যহ ভোরে বেরোও, আর—এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই যে একটা বাঘ—এই করিয়া দুপুর পর্য্যন্ত বনে বনে ছুটিতে ও সারা বন ঘাঁটিতে হয়। দারুণ গ্রীষ্মকাল, গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত যেন পুড়িয়া গিয়াছে, এমন একটু ছায়াও পাইনে যে, মাথাটা রাখি। কি ঝরণা, কি ছোটখাটো জলা,—সব শুকাইয়া গিয়াছে। যদিও বা কোনটায় সামান্য একটু জল আছে, তাহাও গাছের পাতা পড়িয়া পচায় বিশ্রী কটু ও লাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উপায় [illegible] পান করিতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার একটা সময়ই নাই। রোজ অনিয়মিত সময়ে খাইতে হয়। আর খাওয়ার জিনিসই বা কি অপূর্ব্ব! লোহার শূলে ফুঁড়িয়া আগুনে ঝল্‌সানো মাংসই হইল প্রধান খাদ্য। করি কি? তাই-ই খাই। তাও কি আবার রোজ জোটে ছাই! আবার ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোড়ার পিঠে ঘুরিতে ঘুরিতে সারা শরীর ব্যথায় যেন বিষ হইয়া থাকে। গাঁটগুলি টন্‌-টন্ করে, তাই রাত্রিতে একটু ঘুমাইতেও পারি না। শেষ রাত্রিতে যদিও বা একটু তন্দ্রা আসে, অমনি পাজি-হতচ্ছাড়া বনে-বনে-ঘোরা শিকারী ব্যাটাদের চেঁচামেচি ডাকাডাকিতে,—ওঠ, শীগ্‌গির বেরোও—চল—প্রভৃতি হাঁকডাকে তন্দ্রাটুকু আসিবার আগেই ছুটিয়া যায়। সম্ভব যে এই সব আপদ্ ঘুচিবে, তা' মনে হয় না। কেন না, সে দিন আমরা যখন খানিক পিছনে পড়িয়াছিলাম, তখন রাজা একাকী একটা হরিণকে তাড়া করিতে করিতে গিয়া এক তপোবনে ঢুকিয়া পড়েন ও আমাদের পোড়া-কপালের দোষে একটি তাপস-কন্যাকে দেখেন। সেই তাকে দেখা অবধি বাড়ী যাওয়ার আর নামটিও করেন না। এ সব দুর্ভাবনায় করিতে করিতে আজ রাজার চোখের উপর রাতটা পোহাইয়া গেল, এক নিমেষও চোখ বোজেন নাই। উপায় কি? যাক্, এতবেলা হয় ত রাজার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। এখন একবার দেখা করি গিয়া। (কিছু দূর গিয়া ও দেখিয়া) এই যে, মৃগয়ার বেশে রাজা এই দিকেই আসছেন। পরিচারিকা যবনীরা—কেহ ধনুর্ব্বাণ, কেহ বনফুলের মালা হাতে লইয়া সখার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। আমি হাত-পা কুঁকড়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াই, তাতে যদি অন্ততঃ আজকার দিনটের জন্যও রেহাই পাই। (বলিয়া নিজের অষ্টাবক্র লাঠিখানিতে ভর দিয়া যেন কত দাঁড়াইয়া রহিলেন) ॥ ১ ॥

ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টপরিবারো রাজা।

রাজা।— কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেষয়ন্ত্যা তয়া যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ।— (তথাস্থিত এব) ভো বঅস্স ণ মে হত্থপাআ পসরন্তি বাআমেত্তএণ জীআবইস্সং ॥ ৩ ॥

রাজা।— কুতোঽয়ং গাত্রোপঘাতঃ। ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ।— কুদো কিল সঅং অচ্ছী আউলীকরিঅ অস্সুকারণং পুচ্ছসি। ॥ ৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভো বয়স্য, ন মে হস্তপাদং প্রসরতি, বাঙ্‌মাত্রেণ জীবয়িষ্যামি ॥ ৩ ॥

কুতঃ কিল স্বয়ম্ অক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি ॥৫॥

বঙ্গার্থ।—(পূর্ব্বোক্তরূপে পরিচারিকা-পরিবেষ্টিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—প্রিয়তমা শকুন্তলাকে যে সহজে লাভ করা সম্ভব নহে, তাহা আমি বিলক্ষণরূপেই জানি, তবুও কিন্তু আমার মন তাহার হাবভাব, আকার-ইঙ্গিত দেখিবার নিমিত্ত পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দুই জনেরই পরস্পর-গত অভিলাষ অপূর্ণ রহিয়াছে, আমরা কেহই কাহাকে ভোগ করিতে পারিতেছি না সত্য, তবুও কিন্তু দুই জনেরই মন দুই জনের পরস্পরগত অনুরাগ-সূচক আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেছে। (একটু হেসে)—ছিঃ! এই ভাবেই প্রণয়ার্থীরা উপহাসাস্পদ হয়। তাহারা নিজের মনের মত করিয়া, যেমনটা হইলে নিজের সুবিধা হয়, তেমনটি করিয়া প্রার্থনীয় প্রণয়াস্পদের হৃদয়ের অবস্থা কল্পনা করিয়া লয় এবং সেই কল্পিত অবস্থা চিন্তা করিয়া কত সুখ পায়। আমারও আজ সেই দশা ঘটিয়াছে—দেখিতেছি। কেন না, সেই যে তপোবনে শকুন্তলা অনুরাগভরে অন্যদিকে ইচ্ছামত নয়নপাত করিয়াছিল, আমার দিকে চাহিবার নামগন্ধও তাহাতে ছিল না,—তবুও তাহা, এবং নিতম্বের গুরুভারে সেই যে সে যেন বিলাস-বশেই মন্দ মন্দ গমন করিতেছিল, এবং "এখন যেতে দেবো না"—প্রিয়ংবদার এই কথায় 'কেন' বলিয়া সেই যে সে ভ্রূকুঞ্চন পূর্ব্বক সখীকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছিল, আজ মনে হইতেছে, সেই সমস্ত কার্য্যেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিলাম যেন আমি। কি আশ্চর্য্য! কামী ব্যক্তি, তাহার কামনার পাত্রের সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকলাপই কামীর নিজের অনুকূলে কল্পনা করিয়া লইয়া সুখী হয়, নায়িকার সমস্ত কার্য্যই আত্মবিষয়ক বলিয়া ধরিয়া লইয়া সুখ পায় ॥ ২ ॥

বিদূষক।—(অষ্টাবক্রের মত দাঁড়াইয়া) হে বয়স্য! আমার হাত-পা আর সরছে না। নাড়তেই পাচ্ছি না। তাই শুধু কথা দ্বারাই আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি ॥ ৩ ॥

রাজা।—এত গাত্র-বেদনার হেতু? ৪ ॥

বিদূষক।—বটে! নিজেই চক্ষুতে খোঁচা মারিয়া চোখের জল-পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা দুষ্মন্ত ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, নদীর স্রোত যতই প্রবল হউক, পারে গিয়া তাঁহাকে উঠিতেই হইবে। অন্ততঃ উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। একটা বোঝা মাথায় লইয়া কেহ স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে পারে না বা যাইতে চাহেও না। একটা রশ্মির আকর্ষণ ব্যতিরেকে আমস্ত উজান ঠেলিয়া যাওয়া বড়ই কষ্টকর। তাই যেখানে সাফল্যের কোনো আশাই নাই,—সেরূপ স্থলেও কল্পিত আশার একটা ক্ষীণ রশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক মানুষ অগ্রসর হয়। কেবল নৈরাশ্যের বোঝা লইয়া চলা যায় না। আজ দুষ্মন্তকেও অনেক পথ উজান বাহিয়া যাইতে হইবে।—তাই তিনি—কণ্বদুহিতার নিকট হইতে, কিঞ্চিৎ পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শকুন্তলাকে লাভ করা তত সহজ নহে,—প্রত্যুত বড়ই কঠিন। কিন্তু সে বোঝার আর এখন কি আসে

রাজা।— ন খল্ববগচ্ছামি। ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ।— ভো বঅস্‌স জং বেঅসো খুজ্জলীলং বিড়ম্বেই তং কিং অত্তণো পহাবেণ ণং ণঈবেঅস্‌স ॥ ৭ ॥

রাজা।— নদীবেগস্তত্র কারণম্। ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ।— মম বি ভবং। ॥ ৯ ॥

রাজা।— কথমিব? ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ।— একবং রাঅকজ্জাই উজ্‌ঝিঅ এআরিসে আউলপ্‌পদেসে বণচরবুত্তিণা তুএ হোদব্বং। জং সচ্চং পচ্চহং সাবদসমুচ্ছারণেহিং সংখোহিঅসংধিবংধাণং মম গত্তাণং অণীসো ম্হি সংবুত্তো। তা পসাদইস্‌সং বিসজ্‌জিদুং মং এক্কাহং বি দাব বিস্‌সমিদুং ॥ ১১ ॥

রাজা।— (স্বগতম্) অযং চৈবমাহ। মমাপি কাশ্যপসুতাম্ অনুস্মৃত্য মৃগযাবিক্লবং চেতঃ। কুতঃ

ন নমযিতুমধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদমাহিতসাযকং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিযাযাঃ কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ॥ ॥ ১২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ বয়স্য! যৎ বেতসঃ কুব্জ-লীলাং বিড়ম্বয়তি, তৎ কিম্ আত্মনঃ প্রভাবেণ, নন্থ নদী-বেগস্য ॥ ৭ ॥

মম হি ভবান্ ॥ ৯ ॥

এবং রাজকার্য্যাণি উজ্‌ঝিত্বা এতাদৃশে আকুলপ্রদেশে বনচরবৃত্তিনা ত্বয়া ভবিতব্যম্। যৎ সত্যং প্রত্যহং শ্বাপদ-সমুৎ-সারণৈঃ সংক্ষোভিত-সন্ধিবন্ধনানাং মম গাত্রাণাম্ অনীশঃ অস্মি সংবৃত্তঃ। তৎ প্রসাদয়িষ্যামি বিসৃষ্টুং মাম্ একাহম্ অপি তাবৎ বিশ্রমিতুম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—বুঝলুম না ॥ ৬ ॥

বিদূষক।—বয়স্য! আচ্ছা বল ত—বেতসলতা স্রোতে পড়িয়া এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে যে কুব্জের মত ঢং করে, সে কি নিজের ইচ্ছায় না নদীর স্রোত তাহার কারণ ॥ ৭ ॥

রাজা।—নদীর বেগই তাহার কারণ ॥ ৮ ॥

বিদূষক।—আমারও এই দুর্দ্দশার কারণ তুমি ॥ ৯ ॥

রাজা।—কি করিয়া? ১০ ॥

বিদূষক।—এইভাবে রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ঘোর গহন বনে দিনরাত্রি ঘুরে ঘুরে শেষকালে একেবারে একটা বনের পশুর (বা বনচরের) মত হয়ে গেলে? কি আর বল্‌বো?—রোজ শিকারের সন্ধানে ছুটোছুটি কর্ত্তে কর্ত্তে শরীরের সমস্ত গাঁটগুলি এতই আম্‌লিয়েছে যে, একটু নড়াচড়াও কর্ত্তে পারি নে। দোহাই তোমার, একটি দিনের জন্যও অন্ততঃ আমায় রেহাই দাও, একটু জিরিয়ে নেই ॥ ১১ ॥

রাজা।—(মনে মনে) এও দেখছি, এই কথা বল্‌ছে। কাশ্যপ-দুহিতা শকুন্তলাকে ভেবে ভেবে আমারও আর মৃগয়ায় স্পৃহা নাই। কেন না—এই শরাসনে ছিলা পরাইয়া ও বাণ যোজনা করিয়া রাখিয়াছি বটে, কিন্তু হরিণের উপর ইহা আর তুল্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আহা! যারা আমার প্রিয়তমার সাথে একসঙ্গে বনে বাস করিতেছে এবং তাহাকে অমন সুন্দর চাউনি শিখিয়েছে, কোন্ প্রাণে আমি সেই সব মৃগের উপর বাণ ওছাই? ১২॥

যায়।—সহজ-বা-কঠিন যাহাই হউক, শকুন্তলাকে লাভ করিতে হইবে,—অবশ্য পাইতে হইবে, এই দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতিরেকে—দুস্তর পথ তিনি অতিক্রম করিবেন কি করিয়া? তাই সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহাকেও আজ বাসনার অনুরূপ ছাঁচে অভিলষণীয় বস্তু ঢালাই করিয়া লইতে হইল।—শকুন্তলাও তাঁহার প্রতি নিরনুরাগ নহেন,—এই সংস্কারে বুকে বল সঞ্চয় করিতে হইল। আশার ক্ষণপ্রভায় তিনি ক্ষণেকের জন্য দেখিতে পাইলেন যে,—তিনি যেমন শকুন্তলার প্রতি, শকুন্তলাও তেমনি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী।—যেমন ঐ ইন্দ্রজালের স্পর্শে তাঁহার হৃদয় সতেজ হইল, অমনি শকুন্তলার চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, রাগ-রঙ্গ,—ঠাট্টাতামাসা,—যত কিছু সখীদের সমক্ষে ঘটিয়াছিল, তাহার ষোল আনার না হউক, পনর আনার লক্ষ্যীভূত যে তিনি,—তাহাতে রাজার আর সংশয় রহিল না।—উভয়ের মনই যে উভয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত—আকুল হইয়াছে,—এটা রাজা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য দুষ্মন্তকে দোষ দেওয়া

বিদূষকঃ।— (রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য)। অত্তভবং কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেই। অরণ্ণে মএ রুইঅং আসি ॥ ॥ ১৩ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) কিমন্যৎ। অনতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্‌বাক্যমিতি স্থিতোঽস্মি ॥ ১৪ ॥

বিদূষকঃ।— চিরং জীঅ (গন্তুমিচ্ছতি)। ॥ ১৫ ॥

রাজা।— বয়স্য তিষ্ঠ, সাবশেষং মে বচঃ। ॥ ১৫-ক ॥

বিদূষকঃ।— আণবেদু ভবং। ॥ ১৬ ॥

রাজা।— বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যেকস্মিন্নুনায়াসে কর্ম্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্। ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ।— কিং মোদঅথণ্ডিআএ। তেণ হি অঅং সুগহীদো জণো। ॥ ১৮ ॥

রাজা।— যত্র বক্ষ্যামি। কঃ কোঽত্র ভোঃ। ॥ ১৯ ॥

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ।—(প্রণম্য) আণবেদু ভট্টা। ॥ ২০ ॥

রাজা।— রৈবতক! সেনাপতিস্ত্বাবদাহূয়তাম্। ॥ ২১ ॥

দৌবারিকঃ।—তহ। (নিষ্ক্রম্য সেনাপতিনা সহ পুনঃ প্রবিশ্য)। এসো অপ্পাবঅণুক্কণ্ঠো ইদো দিন্নদিট্‌ঠী এব্ব ভট্টা চিট্‌ঠই। উপসপ্‌পদু অজ্জো। ॥ ২২ ॥

প্রাক্তভানুবাদ।—অত্তভবান্ কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়তি। অরণ্যে ময়া রুদিতম্ আসীৎ ॥ ১৩ ॥

চিরং জীব ॥ ১৫ ॥

আজ্ঞাপয়তু ভবান্ ॥ ১৬ ॥

কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্? তেন হি অয়ং সুগৃহীতঃ জনঃ ॥ ১৮ ॥

আজ্ঞাপয়তু ভর্ত্তা ॥ ২০ ॥

তথা। এষঃ আজ্ঞাবচনোৎকণ্ঠঃ ইতঃ দত্তদৃষ্টিঃ এব ভর্ত্তা তিষ্ঠতি। উপসর্পতু আর্য্যঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—তুমি যেন কি একটা মনে মনে ভাবছো। আমার কথায় কানই দিচ্ছ না। আমার অরণ্যে রোদনই সার হইল! ১৩ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) কি আর ভাববো! বন্ধুবাক্য কি লঙ্ঘন করা যায়? তাই বিশ্রাম করাই ভাল মনে কচ্ছি ॥১৪॥

বিদূষক।—বাঁচিয়া থাকো। (বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত) ॥১৫॥

রাজা।—বন্ধু, দাঁড়াও, এখনো আমার কথা শেষ হয় নি ॥১৫-ক॥

বিদূষক।—হুকুম কর ॥ ১৬ ॥

রাজা।—আগে একটু ফিরিয়ে লও, পরে আমার অতি সামান্য একটা কাজে—তোমায় কিন্তু একটু সাহায্য করতে হবে ॥ ১৭ ॥

বিদূষক।—কি কাজে? মোয়া খাওয়ায় নাকি? তা যদি হয়, তবে কিন্তু আমাকে ঠিক মানুষই ঠাওরিয়েছ ॥ ১৮ ॥

রাজা।—বল্‌ব'খন। কে আছ? ১৯ ॥

দৌবারিক।—(প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া) আজ্ঞা করুন প্রভু ॥ ২০ ॥

রাজা।—রৈবতক! সেনাপতিকে একবার ডাক ত ॥ ২১ ॥

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান ও সেনাপতিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) এই যে আদেশদানের জন্য উন্মুখ হইয়া মহারাজ এই দিকেই চাহিয়া আছেন। আপনি নিকটে যান—সেনাপতি মহাশয় ॥ ২২ ॥

চলে না। তিনি রাজাই হন বা সম্রাটই হন, মানুষ ত তিনি বটেন? সুতরাং মানুষের ধর্ম্ম তাঁহাতে থাকিবেই। তিনি অতিমানুষ, তাঁহাতেও মানুষের ধর্ম্ম থাকে, তবে সেই সঙ্গে খানিকটা অতিরিক্ত শক্তিও তাঁহাতে দেখা যায়। কিন্তু একেবারে মানুষ-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অতিমানুষ দেখা যায় না বা হইতেও পারে না। সুতরাং মানুষ দুষ্মন্তের পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ঘটিল। শকুন্তলা তাঁহাকে চায় কি না,—এই দুরূহ প্রশ্নের একটা সমাধান না হইলে জীবন তাঁহার দুর্ব্বহ। এমন একটা প্রশ্ন লইয়া কেহই কালাতিপাত করিতে পারে না। রাজাও পারেন না।

সেনাপতিঃ।—(রাজানমবলোক্য) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা। তথাহি দেবঃ

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্ব্বং রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশৈরভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি ॥

(উপেত্য) জয়তু স্বামী। গৃহীতশ্বাপদমরণ্যং কিমন্যত্রাবস্থীয়তে ॥ ২৩ ॥

রাজা।— মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন। ॥ ২৪ ॥

সেনাপতিঃ।—(জনান্তিকম্) সখে স্থিরপ্রতিবন্ধো ভব। অহং তাবৎ স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিমনুবর্ত্তিষ্যে।

(প্রকাশম্) প্রলপত্বেষ বৈধেয়ঃ। নন্ প্রভুরেব নিদর্শনম্।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ ॥২৫॥

বঙ্গার্থ।—সেনাপতি।—(কিয়দ্দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া মনে মনে) যদিও মৃগয়ায় বহু দোষ, তথাপি আমাদের মহারাজের পক্ষে উহা একটা মহান্ গুণের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গ্যাছে। কেন না—মহারাজের দেখ্‌ছি, নিরন্তর সবলে কঠোর ধনুকের গুণ টানিতে টানিতে দেহের পূর্ব্বার্দ্ধটা যেন কেমন সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছে, মাংসপেশীগুলি যেন কেমন কর্কশ হইয়াছে। এমন ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের প্রখরতাপেও মহারাজ একটু কাতর হন না বা একটু ঘামেন না। শরীরের বাজে মেদগুলি কমে' যাওয়ায় একটু কৃশ হইলেও ব্যায়ামের এমনি মাহাত্ম্য যে,—তাহা ধরিবার যো নাই, দেখিতে কেমন বলিষ্ঠ। পর্ব্বতবিহারী মাতঙ্গের ন্যায় ঈষৎ ক্ষীণ বলিয়া মনে হইলেও কিন্তু সমস্ত দেহটাই যেন প্রাণময় বলিয়া বোধ হইতেছে, কোনরূপ জড়তা বা অলসভাব নামগন্ধও নাই। এক মৃগয়ার গুণেই ত এই সব। (সম্মুখে গিয়া) মহারাজের জয় হউক। প্রভো! বনের কোথায় কি জন্তু আছে, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং আর বৃথা দেরি করা কেন? ২৩ ॥

রাজা।—আমার এই বয়স্য মাধব্য মৃগয়ার এত নিন্দামন্দ করিয়াছে যে, আমার আর একটুও উৎসাহ নাই ॥ ২৪ ॥

সেনাপতি।—(জনান্তিকে বিদূষককে) সখে! কিছুতেই রাজি হইও না, নাছোড় হয়ে থাকো। আমি প্রভুর মেজাজ বুঝে' বলবো এখন। (প্রকাশ্যে রাজাকে) এ মুখটা যা ইচ্ছা বলুক না। মৃগয়া ভালো কি মন্দ, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ত মহারাজ নিজেই। একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখুন ত।—মৃগয়ায় শরীরের যত বাজে মেদ কমিয়া যাওয়ায় দেহটা হাল্‌কা হয় ও সকল কাজেই উৎসাহ বাড়িয়া যায়, আর ভুঁড়ি আদৌ হইতে পারে না। তার পর কখনো ভয়ে, কখনো বা ক্রোধে বন্য জন্তুর চিত্ত যে কিরূপ বিকৃত হয়, কীদৃশ দেখায়, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। শিকার যখন প্রাণভয়ে ছুটিতে থাকে, তখন সেই দ্রুত পলায়মান শিকারকে বাণে বিদ্ধ করিতে পারাই শিকারীর চরম সার্থকতা। সুতরাং যারা মৃগয়ার নিন্দা করে, করুক, আপনিই বলুন ত—এত আমোদ, এত উৎসাহ অন্য কোন্ কাজে আছে? ॥ ২৫ ॥

হাঁ—বা—না—একটা চূড়ান্ত হওয়া চাই, নিজেই পরীক্ষার্থী, আবার নিজেই তিনি পরীক্ষক। নিপুণ-দৃষ্টি ভারতেশ্বর সব দিক দেখিয়া শুনিয়া ঐ কঠিন প্রশ্নের সমাধান নিজের অনুকূলে করিয়া লইলেন। অতএব এখন আর গোল নাই।—শকুন্তলার যত কিছু—উক্তি-প্রত্যুক্তি, হাব-ভাব চলাফেরা—সমস্তই তাঁহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—মনটা তাঁহার খুব হাল্‌কা হইল। একটা বিষম চাপ যেন বুকের উপর হইতে সরিয়া গেল।

মানুষ দুষ্মন্ত নিজের অনুকূলে শকুন্তলাতে প্রশ্নের সমাধান করিলেন বটে, কিন্তু অতিমানুষ দুষ্মন্ত তাহাতে ঘাড় পাতিলেন না। বরঞ্চ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। অন্যদিকে চোখ ফিরাইবার কালে—হঠাৎ সেই যে রাজার চোখে শকুন্তলার চোখ পড়িয়াছিল,—মানুষ দুষ্মন্ত তাহা আত্মানুকূল করিয়া লইতেছেন—কৌশলক্রমে শকুন্তলা মাত্র একবার রাজাকে দেখিয়া লইল,—ভাবিতেছেন, আর অতিমানুষ দুষ্মন্ত তাহাতে হাসি চাপিতে পারিতেছেন না। মানুষের পাগলামি দেখিয়া অলক্ষ্যে টিট্‌কারি দিতেছেন।—এইরূপে মানুষে-অতিমানুষে যখন ঘোরতর এবং নীরব যুদ্ধ

বিদূষকঃ।— অত্তভবং পকিদিং আপন্নো। তুমং দাব অড়বীদো অড়বীং আহিণ্ডন্তো ণরণাসি আলোলুবস্স জিণ্ণরিচ্ছস্স কস্স বি মুহে পড়িস্সসি। ২৬॥

রাজা।— ভদ্র সেনাপতে! আশ্রমসন্নিকৃষ্টে স্থিতাঃ স্মঃ অতস্তে বচো নাভিনন্দামি। অদ্য তাবৎ গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতঃ ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু। বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে বিশ্রাম্যং লভতামিদঞ্চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ ॥ ২৭॥

সেনাপতিঃ।—যৎ প্রভবিষ্ণবে রোচতে। ॥ ২৮॥

রাজা।— তেন হি নিবর্ত্তয় পূর্ব্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ। যথা ন মে সৈনিকাস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি তথা নিষেদ্ধব্যাঃ। পশ্য—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্য্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্বমন্তি ॥ ॥ ২৯॥

সেনাপতিঃ।—যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী। ॥ ৩০॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অত্রভবান্ প্রকৃতিম্ আপন্নঃ। ত্বং তাবদ্ অটবীতঃ অটবীম্ আহিণ্ডমানঃ নরনাসিকা-লোলুপস্য জীর্ণঋক্ষস্য কস্য অপি মুখে নিপতিষ্যসি॥ ২৬॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—আর সে মহারাজ নেই। ইনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। তুমি (পাষণ্ড) গিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াও আর একটা ভয়ঙ্কর বুড়ো ভালুকের মুখে গিয়ে পড় এবং সে তোমার নাক্‌টি 'নিচিচি' ক'রে খেয়ে ফেলুক। মানুষের নাক তাদের বড় প্রিয়॥ ২৬॥

রাজা।—সেনাপতে! তোমার সব কথাই ঠিক, কিন্তু আশ্রমের বড়ই নিকটে আমরা আছি, এ সময়ে হিংসা-টিংসা তত সঙ্গত নহে। সুতরাং তোমার কথা আমি রাখ্‌তে পাল্লুম না। আজ—বন্য মহিষকুল—বন-মধ্যবর্ত্তী স্বল্প-জল গর্ত্তাদিতে ও শুষ্কপ্রায় জলাশয়াদিতে নির্ভয়ে অবগাহন করুক এবং তাহাদের শৃঙ্গের দ্বারা সেই পঙ্কিল জল ঘন ঘন আলোড়িত হউক। আর আজ বনের মৃগ-সমূহ একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচুক। তরুতলে ছায়ায় দল বাঁধিয়া তাহারা এসে বিশ্রাম করুক ও একটু জাবর কাটুক, আমরা বনে ঢোকা অবধি উহা আর তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। হয় ত বা জাবর কাটা ভুলিয়াই গিয়াছে। বন্য বরাহ-গুলি পঙ্কিল জলাশয়ে পড়িয়া নির্ভয়ে আজ দুর্ব্বামূল ভক্ষণ করুক,—বহুদিন উহারা তাহা খায় নাই। আর আজ এই ধনুকেরও ছিলা ঢিল করিয়া দিচ্ছি। এ'ও একটু জিরিয়ে নিক্॥ ২৭॥

সেনাপতি।—আপনি মালিক, যেমন ইচ্ছা করুন॥ ২৮॥

রাজা।—তা হ'লে যারা আগে গিয়ে বন তোলপাড় ক'রে তুলেছে, পাছে কোনো পশু পালায়,—সেই জন্য গোটা অরণ্যটা ঘিরিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি কর্চ্ছে, তাহাদিগকে ফিরিয়ে আনো। দেখিও,—আমার সৈনিকরা যেন তপোবনের কোনরূপ অশান্তি না জন্মায়, ভালো ক'রে বারণ ক'রে দিও। মনে রেখো—তপোবন যতই কেন শান্তিপ্রধান এবং অহিংসা-পূর্ণ হউক না, ইহার মধ্যে বিধ্বংসকারী তেজঃ নিগূঢ় আছে। সেনাপতি, জানো ত, সূর্য্যকান্তমণি যতই কেন সুখ-স্পর্শ হউক না, কাহারও তেজ সে সইতে পারে না, গায়ে লাগিলেই অগ্নি উদ্গিরণ করে॥ ২৯॥

সেনাপতি।—যে আজ্ঞা প্রভু॥ ৩০॥

চলিতেছিল—তখন—কবি, বিদূষকের প্রসঙ্গ অবতীর্ণ করিয়া মানুষ দুষ্মন্তকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলার মোহে যতই বিমুগ্ধ হন না কেন, তিনি যে বিমূঢ় হন নাই,—নিজের সত্তা একেবারে জলাঞ্জলি দেন নাই,—তাহা ঐপ্রকার অন্তরান্দোলনের দ্বারা লোকনয়নে প্রতিপন্ন করিয়া শেষে বিদূষকের উপস্থাপনে ও প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। কেন না—অধিকক্ষণ তদ্রূপ আলোচনা মানুষের হৃদয় করিতে চাহে না। "আমি কি বিমূঢ়,—কতবড় মূর্খ যে, তাহার যা' কিছু,—হাসিকান্না—হর্ষ-বিষাদ—সমস্তই আমার জন্য, আমাকে লইয়াই হইয়াছিল, আমি ছাড়া শকুন্তলার পৃথক্ সত্তই

বিদূষকঃ।— ধংসদু দে উচ্ছাহবুত্তন্তো। ॥ ৩১ ॥

[নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ।

রাজা।— (পরিজনং বিলোক্য) অপনযন্তু ভবন্তো মৃগযাবেশম্। রৈবতক। ত্বমপি স্বং নিয়োগ-মশূন্যং কুরু। ॥ ৩২ ॥

পরিজনঃ।— জং দেও আণবেই। [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৩৩ ॥

বিদূষকঃ।— কঅং ভঅদা ণিম্মচ্ছিঅং। সম্পদং এদস্সিং পাঅবচ্ছাআএ বিরইদলদাবিদাণদংসণীআএ আসণে ণিসীদদু ভবং জাব অহং বি সুহাসীণো হোমি। ॥ ৩৪ ॥

রাজা।— গচ্ছাগ্রতঃ। ॥ ৩৫ ॥

বিদূষকঃ।— এদু ভবং। [পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ। ॥ ৩৬ ॥

রাজা।— মাধব্য! অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি যেন ত্বয়া দর্শনীয়ং বস্তু ন দৃষ্টম ॥ ৩৭ ॥

বিদূষকঃ।— ন ভবং অগ্গদো মে বট্টই। ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ধ্বংসতাং তে উৎসাহবৃত্তান্তঃ ॥ ৩১ ॥

যদ্ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ৩৩ ॥

কৃতং ভবতা নির্ম্মক্ষিকম্। সাম্প্রতম্ এতস্যাং পাদপ-চ্ছায়ায়াং বিরচিত-লতা-বিতানদর্শনীয়ায়াম্ আসনে নিষীদতু ভবান্, যাবৎ অহম্ অপি সুখাসীনঃ ভবামি ॥ ৩৪ ॥

এতু ভবান্ ॥ ৩৬ ॥

নন্থ ভবান্ অগ্রতঃ বর্ত্ততে ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—কেমন? তোমার মৃগয়ার বাসনা—বনে বনে লাফালাফি করার সখ চুলোয় যাক্ ॥ ৩১ ॥

(সেনাপতির প্রস্থান। পরিজনবর্গের দিকে চাহিয়া)

রাজা।—তোমরা আমার মৃগয়ার বেশ লইয়া যাও। আর রৈবতক! তুমিও নিজের কাজে যাও ॥ ৩২ ॥

পরিজন।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (তাহাদের প্রস্থান) ॥ ৩৩ ॥

বিদূষক।—তুমি ত মাছিটি পর্য্যন্ত তাড়া'লে। এখন খানিকক্ষণ এই গাছের ছায়ায় উপবেশন কর। ঐ দেখ —ঐ গাছটার উপর লতা এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যে মনে হচ্ছে যেন—সুন্দর একখানি শ্যামল চাঁদোয়া খাটানো রহিয়াছে। তুমি একটু বোসো, আমিও ততক্ষণ একটু আরামে বসিয়া লই ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—আচ্ছা, আগে চল ॥ ৩৫ ॥

বিদূষক।—এস তুমি। (উভয়ে এগিয়ে গিয়ে উপবেশন করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

রাজা।—মাধব্য! তোমার চক্ষুই বৃথা, কেন না—এমন একটা দেখবার জিনিস তুমি দেখ্‌লে না ॥ ৩৭ ॥

বিদূষক।—কেন? তুমিই ত আমার চোখের সাম্‌নে রহিয়াছ ॥ ৩৮ ॥

নাই—এরূপ ভাবিতে আমার লজ্জা হইতেছে না? মানুষ ভালোবাসার ফাঁদে পড়িয়া এই ভাবেই মারা যায়—কি অধঃপতন আমার"—ইত্যাকার চিন্তার অধিক অবসর দিতে নাই,—দিলে রসভঙ্গ হয়। নায়কের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই দেখাইয়া কবিকে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিতে হয়।—কবি তাই সামান্য ইঙ্গিতে—"কামী স্বতাং পশ্যতি"—এইটুকু মাত্রে দুষ্মন্তের হৃদয়ের উৎকর্ষ বস্তু প্রদর্শনপূর্ব্বক বিষয়ান্তরের অবতারণা করিলেন।

দুষ্মন্তের অনুরাগ-প্রবাহ বর্ষার কূলপ্লাবী তটিনী-প্রবাহের ন্যায় তরতরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।—প্রাণময় দুষ্মন্ত তাহাতে অবশদেহে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছেন, আর মাংসপিণ্ডময় দুষ্মন্ত বিদূষকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি যে আর তাঁহাতে নাই, এ কথা রাজা নিজেই প্রথমাঙ্কের শেষে "গচ্ছতি পুরঃ শরীরম্"—উক্তিতে বলিয়া গিয়াছেন। মৃগয়া করিতে আসিয়া তিনি নিজেই মৃগয়িতব্য হইয়া পড়িয়াছেন।—মেঘদূতের প্রণয়োন্মত্ত যক্ষ যেমন উত্তরদিগ্‌বর্ত্তিনী তাহার বিরহিণী প্রণয়িনীর দেহস্পর্শ-লাভে কৃতার্থ উত্তুরে বাতাসকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে গিয়াছিল,—আজ দুষ্মন্তেরও তদবস্থা। শকুন্তলার চোখের মত যাহাদের চোখ, সেই মৃগকুলকে মারিবার নিমিত্ত তিনি কি আর ধনুক ওঠাইতে

রাজা।— সর্বতঃ কান্তমাত্মানং পশ্যতি। তামাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি ॥ ৩৯ ॥

বিদূষকঃ।— (স্বগতম্) হোদু সে অবসরং ন দাইস্সং। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স দে তাবসকন্নআ অত্তণো দীসই। ॥ ৪০ ॥

রাজা।— সখে! ন পরিহার্য্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ত্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্ ॥ ৪১ ॥

বিদূষকঃ।— (বিহস্য) জহ কস্স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেইদস্স তিন্তিলীএ অহিলাসো হোই তহ ইত্থিআরঅণপরিহাইণো ভঅদো ইঅং অত্তণো। ॥ ৪২ ॥

রাজা।— ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ। ॥ ৪৩ ॥

বিদূষকঃ।— তং কথু রমণীঅজ্জং জং ভঅদো বি বিম্হঅং উপ্পাদেই। ॥ ৪৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভবতু, অস্মৈ অবসরং ন দাস্যামি। ভো বয়স্য! তে তাপস-কন্যকা অভ্যর্থনীয়া দৃশ্যতে ॥ ৪০ ॥

যথা কস্য অপি পিণ্ডখর্জ্জুরৈঃ উদ্বেজিতস্য তিন্তিল্যাম্ অভিলাষঃ ভবতি তথা স্ত্রী-রত্ন-পরিভাবিণঃ ভবতঃ ইমম্ অভ্যর্থনা ॥ ৪২ ॥

তৎ খলু রমণীয়ম্, যৎ ভবতঃ অপি বিস্ময়ম্ উৎপাদয়তি ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা।—রাজা।—সবাই নিজেরটিকেই সুন্দর দেখে, তাই তুমিও আমায় দেখছ। আমি কিন্তু আশ্রমের অলঙ্কাররূপী সেই শকুন্তলার কথা বলছি। তা'কে ত তুমি দেখ নাই ॥ ৩৯ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) বলুক না শকুন্তলার কথা, আমিও প্রসঙ্গ তুল্‌বার সুযোগই দেবো না। (প্রকাশ্যে) সখে! তুমি দেখ্‌ছি, ঋষিকন্যাকেই শেষকালে কামনা ক'রে বস্‌লে ॥ ৪০ ॥

রাজা।—সখে! ভুল তোমার। যাহা অগ্রাহ্য, তাদৃশ বস্তুতে পুরুবংশীয়দিগের মন টলে না। তুমি যা'কে ঋষিকন্যা বল্‌ছো,—সেই শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত কি তুমি জানো? সেই শকুন্তলা মুনির তনয়া হইলেও সুর-লোকবাসিনী যুবতী মেনকার গর্ভজাত এবং তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত, শেষে মহর্ষি কণ্ব তাহাকে কুড়াইয়া পান। তাই সে কণ্বের দুহিতা। সে যেন ঠিক,—আকন্দতরুর উপর স্খলিত একটি নবমল্লিকা-ফুল। নতুবা সত্যি সে আকন্দ-ফুল নহে ॥ ৪১ ॥

বিদূষক।—(সহাস্যে) পিণ্ডি-খেজুর খেয়ে খেয়ে মুখ ম'রে আস্‌লে যেমন শেষে একটু তেঁতুল খেতে সাধ হয়, তোমারও দেখছি সেই দশা উপস্থিত! অমন সব রাজরাণীতেও তোমার সাধ মিট্‌লো না! কিংবা বুঝি অরুচি ধরেছে। মুখ বদ্‌লানো দরকার।—তাই এই অভিলাষ? কেমন? না? ॥ ৪২ ॥

রাজা।—তুমি ত একে দেখ নাই, তাই এমন কথা বল্‌ছো। দেখলে আর বল্‌তে না ॥ ৪৩ ॥

বিদূষক।—দেখার দরকার কি? তোমার যাতে মাথা গুলিয়েছে, সে জিনিস নিশ্চয়ই খুব ভালো, সকলের সেরা হবেই হ'বে ॥ ৪৪ ॥

পারেন? এত বড় নির্দ্দয় তিনি নন।—সুতরাং মৃগয়া ঐ পর্য্যন্ত। তিনি আর উহাতে নাই। এত পাষণ্ড তিনি হইতে পারেন না। ঠিক করিলেন,—কোন একটা ছলে মৃগয়াটা বন্ধ করিতে হইবে, সঙ্গের লোকজন, হাতী ঘোড়া—সমস্ত আসবাব বিদায় করিয়া দিতে হইবে,—রাজকার্য্য, চিরদিন যেমন চলে, তেমনই কিছুদিন আপনিই চলুক,—তিনি এখন দিন কয়েক একটু হাঁপ ছাড়িয়া লইবেন। যে খোঁজে, তার ছলের অভাব হয় না।—এ ক্ষেত্রেও হইল না। বিদূষকেরই অনুরোধে এবং তপোবনের আশেপাশে মৃগয়া অত্যন্ত অধর্ম্ম—ইত্যাদি বলিয়া রাজা সকলকে বিদায় করিলেন। শুধু মৃগয়া হইতে বিদায় নহে, একেবারে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। রহিলেন—শুধু তিনি—আর তাঁহার ভালোমন্দ সকল কার্য্যের উত্তরসাধক বিদূষক ব্রাহ্মণ।

রাজা।— বয়স্য, কিং বহুনা

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে, ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥ ॥ ৪৫ ॥

বিদূষকঃ।— জই এব্বং, পচ্চাদেসো দাণিং রূববদীণং। ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—ইদং চ মে মনসি বর্ত্ততে

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈরনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ ৪৭ ॥

বিদূষকঃ।— তেন হি লহু পরিত্তাঅদু ণং ভবং। মা কস্স বি তবস্সিণো ইঙ্গুলিতেল্লমিস্সচিক্কণ-সীসস্স হত্থে পডিহিই। ॥ ৪৮ ॥

রাজা।— পরবতী খলু তত্রভবতী। ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ। ॥ ৪৯ ॥

বিদূষকঃ।— অত্তভবন্তং অন্তরেণ কেরিসো সে দিট্ঠিরাও। ॥ ৫০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যদি এবং প্রত্যাদেশঃ ইদানীং রূপবতীনাম্ ॥ ৪৬ ॥

তেন হি লঘু পরিত্রায়তাম্ এনাং ভবান্। মা কস্য অপি তপস্বিনঃ ইঙ্গুদীতৈলমিশ্রচিক্কণ-শীর্ষস্য হস্তে পতিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

অত্রভবন্তম্ অন্তরেণ কীদৃশঃ অস্যাঃ দৃষ্টিরাগঃ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।— রাজা।—বয়স্য। অধিক আর কি বলবো ?—

"তার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা, প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবন-দান করিয়াছেন, অথবা, মনে-মনে মনোমত উপকরণ-সামগ্রীসকল সঙ্কলিত করিয়া মনে মনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথাস্থানে বিন্যাস পূর্ব্বক, মনে মনেই তাহার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, শরীরের সেরূপ কোমলতা ও রূপ-লাবণ্যের মাধুরী কদাচ সম্ভবিত না, ফলতঃ ভাই রে, সে এক অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ৪৫ ॥

বিদূষক।—যা বল্লে, যদি সত্যি হয়, তবে দেখ্‌ছি, এতদিনে সকল রূপসীদেরই গর্ব্ব খর্ব্ব হইল ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—সখে! আমার মনে হয়, সেই শকুন্তলা যেন একটি ফুটন্ত ফুল, অথচ এখনও কেহ তাহার আঘ্রাণ লয় নাই।—কিংবা যেন একটি নধর নূতন পল্লব, এখন পর্য্যন্ত নখ দিয়াও কেহ ছোঁয় নাই। অথবা যেন কোনো অক্ষয় পুণ্যরাশির অখণ্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফল স্বরূপ। আহা! অমন নির্ম্মল রূপ! জানি না, কাহার ভোগে লাগিবে। কাহাকে বিধাতা গৌরবিত করিবেন ॥ ৪৭ ॥

বিদূষক।—তা-ই যদি হয়, তবে একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে ইহাকে দখল কর। না হয় ত, কোন্ দিন, ঐ তপস্বী-দের কারো হাতে পড়বে! ইঙ্গুদীফল থেঁতো ক'রে মাথায় ড'লে ড'লে ওরা কটা কটা চুলগুলি যেন তামার শলার মত ক'রে তুলেছে, ওদের হাতে পড়লেই দফা-রফা। সময় থাক্‌তে সাবধান হও ॥ ৪৮ ॥

রাজা।—সখে! তুমি জানো না, সে ত এখনও পরাধীন, আর তার অভিভাবকও এখন কাছে নাই ॥ ৪৯ ॥

বিদূষক।—আচ্ছা, তোমায় দেখে তার চোখমুখের কোনরূপ ভাবভঙ্গি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ কি ? ॥ ৫০ ॥

যে 'নেগেটিভে'—ছায়াচিত্র একবার তোলা হয়, তাহাতে পরে অন্য কোনো ছবি আর তোলা যায় না। এই হইল পার্থিব নিয়ম। দুষ্মন্তের—রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের হৃদয়-নেগেটিভে অনেক সুন্দরী শুদ্ধান্তচারিণীর ছবির দাগ আছে, সুতরাং তাহাতে অন্য ছবির প্রতিবিম্বন অসম্ভব, তাই কবি, দুষ্মন্ত-কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রথম সন্দর্শনের পর,—"দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যান-লতা বনলতাভিঃ"—বলিয়া যে নেগেটিভের দাগ—পূর্ব্বসংস্কার মুছিতে সুরু করিয়াছিলেন,—সেই কাজ এখনও অতি কৌশলে, দুষ্মন্তের দ্বারা অতর্কিতভাবে করাইতেছেন। যখন শকুন্তলা নয়নের সম্মুখে ছিলেন, রাজা, যতভাবে পারেন, দেখিয়া লইয়াছেন এবং কবিও যতভাবে পারেন, দেখাইয়াছেন, এখন শকুন্তলা নয়নের অন্তরালে, কিন্তু দেখার বিরতি নাই। তখন রাজা শরীরিণী শকুন্তলাকে দেখিয়াছেন, আর এখন অমূর্ত্ত শকুন্তলাকে দেখিতেছেন।

রাজা।— নিসর্গাদেব অপ্রগলভস্তপস্বিকন্যাজনঃ। তথাপি তু—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ॥ ॥ ৫১ ॥

বিদূষকঃ।— ণ কখু দিট্‌ঠমেত্তস্‌স তুহ অঙ্কং আরোহই। ॥ ৫২ ॥

রাজা।— মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ শালীনতয়াপি কামম্ আবিষ্কৃতো ভাবস্তত্রভবত্যা। তথাহি—

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥ ॥ ৫৩ ॥

বিদূষকঃ।— তেন হি গহীদপাহেও হোহি। কিদং তুএ উবব ণং তবোবণং ত্তি পেক্‌খামি। ॥ ৫৪ ॥

রাজা।— সখে তপস্বিভিঃ কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতোঽস্মি। চিন্তয় তাবৎ কেনাপদেশেন সকৃদপি আশ্রমে বসামঃ। ॥ ৫৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ—ন খলু দৃষ্টমাত্রস্য তব অঙ্কম্ আরোহতি॥ ৫২॥

তেন হি গৃহীত-পাথেয়ঃ ভব। কৃতং ত্বয়া উপবনং তপোবনম্ ইতি প্রেক্ষে॥ ৫৪॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভাই! তাপস-দুহিতারা স্বভাবতই অতি শান্তপ্রকৃতি, কোনরূপ চাঞ্চল্য বা তারল্য তাহাদের নাই। তবুও কিন্তু—যখনই আমি চোখের সামনে পড়িয়াছি, তখনই শকুন্তলা চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কোনরূপ একটা ছল ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, সে হাসি শুধু আমারই জন্য। অতএব তাহার হৃদয়নিহিত অভিলাষ—আমার উপর যে অনুরাগ—তাহা যদিও শিক্ষা এবং লজ্জার আবরণে সে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে সে অনুরাগ চাপিতে পারে নাই, আকার ইঙ্গিতে অনেকটা ধরা দিয়াছে॥ ৫১॥

বিদূষক।—সে কি?—দেখামাত্রেই তোমার কোলে চড়িয়া বসে নাই? এতেও তোমার যখন সাধ মিটিতেছে না, তখন সেইটা হইলেই ঠিক হইত॥ ৫২॥

রাজা।—ততটা না হোক্,—শত লজ্জায়ও কিন্তু শকুন্তলা মনের প্রকৃত অবস্থা ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। ছাড়াছাড়ির সময়ে তাহার হৃদয়ের প্রকৃত ছবি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—কেন না,—দু'এক পা চলিয়াই, 'উঃ, কুশের ডগা পায়ের তলায় ফুটিয়া গিয়াছে' বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল ও গাছের ডালে—পরনের বাকল জড়াইয়া না গেলেও—তাহা ছাড়াইয়া লইবার ছলে—আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বল ত, এ সব কি শুধু শুধু?॥ ৫৩॥

বিদূষক।—বাঃ! তা' হ'লে ত দেখছি—তোমার এই বিদেশে পথের সম্বলও প্রচুর জুটেছে। এখন সেই চাহনি স্মরণ করিয়া দিন কাটাও। তুমি তপোবনটাকে শেষকালে উপবন ক'রে তুল্লে—দেখছি!॥ ৫৪॥

রাজা।—ভাই! কয়েকজন তপস্বী আমাকে চিনে ফেলেছে, এখন ভাবো দেখি—কি উপলক্ষে অন্ততঃ আর একবার আশ্রমে ঢুকতে পারি॥ ৫৫॥

তখনকার দেখা অপেক্ষা এখনকার দেখা যে সুচারুতর, ইহা রাজার উক্তিতেই বুঝিতেছি! অমন কোমলাঙ্গীর কক্ষে জলপূর্ণ কলস দেখিয়া তখন যে রাজা ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তাত কণ্বকে বিচারবিমূঢ় পর্য্যন্ত বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, এখন সেই তপস্বিদুহিতার রূপ চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অমন মেয়ে বিধাতা, আর দশটা সৃষ্টির মত সাধারণভাবে করেন নাই। অর্থাৎ এ যাবৎ দুষ্মন্ত যত কিছু সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, বিধাতার সেই সব সাধারণ সৃষ্টি,—বিধাতার এই অসাধারণ সৃষ্টির পায়ের নখের কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। রূপ বলিতে এইটি, আর যত,—সে সব বাজে।—ক্রমে সম্মুখবর্ত্তী সেই শকুন্তলার রূপ এখন রাজার নয়নে শতগুণ মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইতে

বিদূষকঃ।— কো অবরো অবদেসো তুম্হাণং রাআণং ণীবারছট্‌ঠভাঅং অম্হাণং উবহরন্তু ত্তি ॥ ৫৬ ॥

রাজা।— মূর্খ! অন্যদ্ভাগধেযমেতেষাং রক্ষণে নিপততি, যদ্রত্নরাশীনপি বিহায়া ভিনন্দ্যম্। পশ্য—

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষযি তৎফলম্।

তপঃষড্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ॥ ॥ ৫৭ ॥

(নেপথ্যে)

হন্ত সিদ্ধার্থৌ স্বঃ। ॥ ৫৮ ॥

রাজা।— (কর্ণং দত্ত্বা) অযে ধীরপ্রশান্তস্বরৈস্তপস্বিভির্ভবিতব্যম্ ॥ ৫৯ ॥

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ।—জেদু জেদু ভট্টা। এদে দুবে ইসিকুমারআ পডিহারভূমিং উবট্‌ঠিদা ॥ ৬০ ॥

রাজা।— তেন হি অবিলম্বিতং প্রবেশয তৌ। ॥ ৬১ ॥

দৌবারিকঃ।—এসো পবেসেমি। (নিষ্ক্রম্য ঋষিকুমারকাভ্যাং সহ প্রবিশ্য) ইদো ইদো ভঅবন্তা। ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কঃ অপরঃ অপদেশঃ যুষ্মাকং রাজ্ঞাম্? নীবারষষ্ঠভাগম অস্মাকম্ উপহরন্তু ইতি ॥ ৫৬ ॥

জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারকৌ প্রতিহারভূমিম্ উপস্থিতৌ ॥ ৬০ ॥

এষঃ প্রবেশয়ামি। ইতঃ ইতঃ ভগবন্তৌ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—বটে। তোমরা হ'লে রাজা, তোমাদের আবার অন্য উপলক্ষ্যের দরকার কি? বল গিয়া—'তোমরা যে তৃণধান্য কুড়িয়ে রেখেছ, তার ছয়ভাগের একভাগ আমার প্রাপ্য, তাই আদায় করতে এসেছি, দাও ॥ ৫৬ ॥

রাজা।—দূর বোকা। এই সব মুনিঋষিদের রক্ষা করি বলিয়া অন্য একটা জিনিস বিনিময়ে আমরা পাইয়া থাকি, সে জিনিসটা এতই স্পৃহণীয় যে, রাশি রাশি রত্ন দূরে ঠেলিয়া আমরা সেইটাই কামনা করি। ভাই রে। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে রাজকররূপে আমরা রাজারা যাহা পাই, তাহা যতই প্রচুর হউক না কেন, দু'দিনেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এই অরণ্যবাসী মুনিগণ তাঁহাদের অতিকৃচ্ছ্র তপস্যা-লব্ধ ফলের ছয়ভাগের একভাগ যে আমাদিগকে দেন, তাহা ফুরায় না, তাহার ক্ষয় নাই। তার কাছে কি ধনরত্ন, না মণিমাণিক্য? ৫৭ ॥

(নেপথ্য হইতে)—বেশ। আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। (অর্থাৎ যাঁহার নিকটে আসিয়াছি, সেই রাজা এখানেই উপস্থিত আছেন) ॥ ৫৮ ॥

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) অরে। ধীর-প্রশান্ত স্বর দ্বারা তপস্বী বলিয়াই বুঝা যাইতেছে ॥ ৫৯ ॥

দৌবারিক।—(প্রবেশপূর্ব্বক) মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ। দুইজন ঋষিকুমার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

রাজা।—তা' হ'লে তাড়াতাড়ি তাঁদের দু'জনকে নিয়ে এস ॥ ৬১ ॥

দৌবারিক।—আজ্ঞে আন্‌ছি। (প্রস্থান ও ঋষিকুমারদ্বয়কে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) ভগবান্‌রা এই দিকে আসুন ॥ ৬২ ॥

লাগিল এবং পূর্ব্বদৃষ্ট যত কিছু সৌন্দর্য্য,—তাহাতে কেমন একটা ধিক্কার আসিয়া গেল। দুষ্মন্তের হৃদয়খানা যেন মাজিয়া ঘসিয়া কবি, রূপসী শকুন্তলার রূপের ছায়াপাতের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিলেন। সে রাজ-হৃদয় এখন একখানি নির্ম্মল নেগেটিভ,—কোনো দাগ, কোনো রেখা তাহাতে নাই, মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব-গ্রহণের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাই কবি ধীরে ধীরে তাহাতে কল্পনাময়ী কণ্বদুহিতার ছায়াপাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত শকুন্তলাময় হইয়া গেলেন। এরূপ অবস্থায়, যাহাদের প্রাণ আছে, অর্থাৎ নেহাৎ নিরেট নয়, তাহাদের নানা দশা ঘটিয়া থাকে। তাহারা আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া, "কোথায় আমি" বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহারা কখনো ভেলাভ্রমে শবদেহ ধরিয়া খরস্রোতা নদী পার হয়, কখনো বা রজ্জুভ্রমে কালসর্প ধরিয়া প্রার্থিতাশ্রয়ে গিয়া হাজির হয়। দুষ্মন্তর যদিও ততটা এখনো হয় নাই, কিন্তু হইবার উপক্রম হইয়াছে।

উভৌ।— (রাজানং বিলোকয়তঃ)। ॥ ৬৩ ॥

প্রথমঃ।— অহো দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তান্ত বপুষঃ। অথবা উপপন্নমেতদৃষিভ্যো নাতিভিন্নে রাজনি। কুতঃ

অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্ব্বভোগ্যে রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্ব্বঃ ॥ ৬৪ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— গৌতম অয়ং স বলভিৎসখো দুষ্মন্তঃ। ॥ ৬৫ ॥

প্রথমঃ।— অথকিম্। ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— তেন হি

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্ একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরা বদ্ধবৈরা হি দৈত্যৈরস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(উভয়ে রাজাকে অনিমেষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন) ॥ ৬৩ ॥

প্রথম।—কি আশ্চর্য্য! এত বড় তেজঃপুঞ্জ-পূর্ণ দেহ রাজার, কিন্তু নিকটে যেতে একটুও ভয় বা দ্বিধা বোধ হচ্ছে না। এক হিসাবে—এরূপ হওয়ারই কথা। কেন না, ইঁহার সহিত ঋষিদের বড় বেশী তফাৎ নাই। ঋষিরা যেমন আশ্রমে বাস করেন, ইনিও তদ্রূপ সর্ব্ববিধ ভোগ-সুখে পরিপূর্ণ সসারাশ্রমে নিস্পৃহভাবে বাস করিয়া থাকেন। ঋষিদের ন্যায় ইনিও প্রজাকুলের সংরক্ষণরূপ কৃচ্ছ্র কর্ম্মের দ্বারা প্রতিদিন তপঃসঞ্চয় করিয়া থাকেন। কঠোর-তপা ঋষিদের গুণগরিমার কথা যেমন স্বর্গে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায়, তেমনি ইঁহারও নাম ও বিপুল খ্যাতি চারণগণ এত তারকণ্ঠে গান করে যে, সে ধ্বনিতেও আকাশ ভরিয়া যায়। ইনিও যদ্যপি "রাজা" এই বিশেষণে মণ্ডিত, কিন্তু ইঁহার কর্ম্মপদ্ধতি ও লোকহিতৈষণায় ইঁহাকে সকলেই রাজর্ষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

দ্বিতীয়।—গৌতম! বল নামক দুর্দ্ধর্ষ দানবেরও যিনি নিধনকর্ত্তা, সেই প্রবলপ্রতাপ ইন্দ্র যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গৌরব অনুভব করেন, ইনিই কি সেই দুষ্মন্ত? ॥ ৬৫ ॥

প্রথম।—হাঁ ভাই ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়।—তা' হ'লে দেখছি,—নগরের তোরণদ্বারের বিশাল অর্গলের ন্যায় দীর্ঘ বাহুদ্বয়ের দ্বারা ইনি যে একাকী এই জলধিমেখলা (বা জলধির দ্বারা শ্যামলপ্রান্তা) বিরাট্ পৃথিবীকে পালন করিয়া থাকেন, তাহাতে বিস্ময়মাত্রও বিস্ময়ের বিষয় নাই এবং দেবগণ দৈত্যদের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া যে দানবযুদ্ধে এই দুষ্মন্তের জ্যা-সংবদ্ধ ধনুকে ও দেবরাজের বজ্রে তুল্যভাবে নির্ভর পূর্ব্বক বিজয়ের আশা করিয়া থাকেন, ইহাও বিচিত্র নহে। মর্ত্তের এই রাজা স্বর্গের ইন্দ্রের সর্ব্বাংশেই সমকক্ষ ॥ ৬৭ ॥

রত্ন-সিংহাসন শূন্য পড়িয়া,—রাজা দুষ্মন্ত সন্নিকটে বর্ত্তমান, অথচ অধিকার করিবার ভরসা হয় না। সখীরা পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে, তাহারা ঘোর পরাধীন, এমন কি, আশ্রমপতির আদেশ ছাড়া সামান্য ধর্ম্মকর্ম্মও তাহারা করিতে পায় না। বিবাহ ত পরের কথা। তাই দুষ্মন্ত নানা চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। অত রূপ, অমন অঙ্গসৌষ্ঠব, অমন লাবণ্য—বিধাতা কোন্ ভাগ্যবানের কপালে মাপিয়াছেন,—কত তপস্যা তাহার, ভাবিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়াছেন। শকুন্তলার একটু আধটু অনুরাগের লক্ষণে কি আসে যায়, আসল যিনি তাহার মালিক, সেই কণ্ব যে বড় বিষম জিনিস, মহর্ষি, কোনরূপ অবিনয় দেখিলেই একেবারে ভস্মসাৎ, এখন উপায়?—শঙ্খবশিকের করাতে পড়িয়াছেন, আসিতে যাইতে কাটিতেছে। কি কর্ত্তব্য? দুঃখের কথা একে একে বিদূষককে বলিতেছেন, হৃদয়ের ভার হয় ত বা তাহাতে একটু লঘু হইতেছে,—কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণতরভাবে চিন্তিত অভিভূত হইতেছেন। বিদূষক সত্যই বলিয়াছে—রাজা তপোবনটাকে খাঁটি উপবনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।—বড় সাধ, আর একটিবারমাত্র আশ্রমে গিয়া শকুন্তলাকে দেখেন, কিন্তু কি বলিয়া যাবেন? আর আত্মগোপনের পথ নাই। প্রথমবারের মত "আমি একজন রাজপুরুষ" বলিয়া

উভৌ।— (উপগম্য) বিজযস্ব রাজন্। ॥ ৬৮ ॥

রাজা।— (আসনাদুত্থায) অভিবাদযে ভবন্তৌ। ॥ ৬৯ ॥

উভৌ।— স্বস্তি ভবতে (ফলান্যুপহবতঃ) ॥ ৭০ ॥

রাজা।— (সপ্রণামং পরিগৃহ্য।) আজ্ঞামিচ্ছামি। ॥ ৭১ ॥

উভৌ।— বিদিতো ভবানাশ্রমসদামিহস্থঃ। তেন ভবন্তং প্রার্থয়ন্তে। ॥ ৭২ ॥

রাজা।— কিমাজ্ঞাপযন্তি। ॥ ৭৩ ॥

উভৌ।— তত্রভবতঃ কণ্বস্য মহর্ষেবসান্নিধ্যাৎ বক্ষাংসি নঃ ইষ্টিবিঘ্নমুপপাদযন্তি। তৎ কতিপযবাত্রং সাবথিদ্বিতীযেন ভবতা সনাথীক্রিযতামাশ্রম ইতি। ॥ ৭৪ ॥

রাজা।— অনুগৃহীতোঽস্মি। ॥ ৭৫ ॥

বিদূষকঃ।— (অপবার্য্য) এসা দাণিং অণূউলা দে অব্তুথণা। ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— (স্মিতং কৃত্বা) বৈবতক মদ্বচনাদুচ্যতাং সাবথিঃ সবাণাসনং রথমুপস্থাপযেতি ॥ ৭৭ ॥

দৌবাবিকঃ।—জং দেও আণবেই [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৭৮ ॥

শব্দার্থ।—উভয়ে।—(নিকটে গিয়া) রাজন্। বিজয়যুক্ত হউন ॥ ৬৮ ॥

রাজা।—(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আপনাদের দু'জনকে অভিবাদন করি। ৬৯ ॥

উভয়ে।—আপনার মঙ্গল হউক। (বলিয়া রাজার হাতে ফল দিলেন) ॥ ৭০ ॥

রাজা।—(প্রণাম পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া) কি আদেশ—বলুন্ ॥ ৭১ ॥

উভয়ে।—আপনি যে এখানে আছেন,—ইহা আশ্রমবাসীরা সকলেই জানেন, তাই তাহারা একটা প্রাথনা জানাইতে চান ॥ ৭২ ॥

রাজা।—কি আদেশ তাহারা করিতে চান—বলুন ॥ ৭৩ ॥

উভয়ে।—পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত না থাকায়—রাক্ষসরা আমাদের যাগযজ্ঞের নানাপ্রকার বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অতএব কয়েক দিনের জন্য, আপনি শুধু আপনার সারথিকে লইয়া যদি আশ্রমে উপস্থিত থাকেন, আমাদের রক্ষা হইতে পারে—এই আশ্রমবাসীদিগের প্রার্থনা ॥ ৭৪ ॥

রাজা।—এই আদেশে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইতেছি ॥ ৭৫ ॥

বিদূষক।—(অপবার্য্য) বাঃ! এটা দেখছি তোমার অনুকূল গলহস্ত, অর্থাৎ তুমি যে দিকে যেতে চাচ্ছো, গলায় ধাক্কা দিয়ে তোমাকে সেই দিকেই এগিয়ে দিলে ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—(একটু মুচ্কি হেসে দৌবারিককে)—রৈবতক! তুমি আমার নাম ক'রে এখনই শরাসন ও রথ নিয়ে সারথিকে আস্‌তে বল গিয়ে ॥ ৭৭ ॥

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান করিল ॥ ৭৮ ॥

আশ্রমবাসীদের চোখে ধোঁকা দেওয়া চল্‌বে না। সকলেই জানিয়াছে যে, মহারাজ দুষ্মন্ত আশ্রমের নিকটে উপস্থিত। তবে কি উপায়ে যাওয়া যায়! মতলব ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে অনুকূল বাতাস উঠিল। আশ্রমপতি কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরা নানা উপদ্রব করিতেছে। ছোটখাটো ঋষিরা ভয় পাইয়া রাজাকে আশ্রমে গিয়া ২।৪ রাত্রি বাস করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

চরিত্রচিত্রণ পটু কালিদাস এই স্থলে, সচরাচর যেমন ঘটে, ঠিক সেইরূপ ছবি আঁকিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই জন্যই অভিজ্ঞান-শকুন্তল জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক, সংস্কৃত ভারতীর কণ্ঠহারের দ্যুতিময় মধ্যমণি।

আশ্রমের ডাক আসিয়াছে। যাহা খুঁজিতেছিলেন, রাজার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু এক ঘোর বাধা উপস্থিত। রাজধানী হইতে রাজমাতাও ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি পুত্র দুষ্মন্তের কল্যাণকামনায় উপবাসিনী আছেন,—সম্মুখে পারণের দিন, মায়ের সাধ পুত্রকে লইয়া ভোজ্যগ্রহণ করেন।—রাজার মহাবিপদ্। কোন্ কুল রাখেন? শেষে, এখনো অনেক স্থলে যেমন ঘটে, তখনও তেমনই ঘটিল।—মাতার নিকটে প্রতিনিধি পাঠাইলেন, কেন না, সেখানে

উভৌ।— (সহর্ষম্)

অনুকারিণি পূর্বেবষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি।
আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ॥ ॥ ৭৯ ॥

রাজা।— (সপ্রণামম্) গচ্ছতাং পুরো ভবন্তৌ। অহম্ অপি অনুপদমাগত এব ॥ ৮০ ॥

উভৌ।— বিজয়স্ব। [নিষ্ক্রান্তৌ ॥ ৮১ ॥

রাজা।— মাধব্য! অপ্যস্তি শকুন্তলাদর্শনে কুতূহলম্? ॥ ৮২ ॥

বিদূষকঃ।— পঢ়মং সপরিবাহং আসি দাণিং রক্‌খসবুত্তন্তেণ বিন্দু বি ণ অবসেসিদো ॥ ৮৩ ॥

রাজা।— মা ভৈষীঃ। ননু মৎসমীপে বর্ত্তিষ্যসে। ॥ ৮৪ ॥

বিদূষকঃ।— এস রক্‌খসাদো রক্‌খিদো ম্হি। ॥ ৮৫ ॥

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ।—সজ্জো রহো ভট্টিণো বিজঅপ্‌পত্থাণং অবেক্‌খই। এস উণ ণঅরাদো দেঈণং আণত্তি-হরও করহওো আঅদো। ॥ ৮৬ ॥

রাজা।— (সাদরম্) কিমম্বাভিঃ প্রেষিতঃ? ॥ ৮৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রথমং সপরিবাহম্ আসীৎ, ইদানীং রাক্ষস-বৃত্তান্তেন বিন্দু অপি ন অবশেষিতম্॥ ৮৩ ॥

এষঃ রাক্ষসাৎ রক্ষিতঃ অস্মি॥ ৮৫ ॥

সজ্জো রথঃ ভর্ত্তুঃ বিজয়প্রস্থানম্ অপেক্ষতে। এষঃ পুনঃ নগরাৎ দেবীনাম্ আজ্ঞপ্তিহরঃ করভকঃ আগতঃ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ঋষিকুমারদ্বয়।—(সানন্দ-বদনে) মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পথের পথিক আপনি, সুতরাং কয়েক দিন আশ্রমে বাস করিয়া অনাথ তপস্বীদিগকে রক্ষা করা—আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্তই বটে। কেন না, আপনি যে বংশের অবতংস, সেই পূর্ব্ববংশীয়গণ বিপন্নকে অভয়দানে চিরদিন দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা উহা একটা অতি পবিত্র ও পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন॥ ৭৯ ॥

রাজা।—(প্রণতিপূর্ব্বক) আপনারা একটু এগিয়ে যান। আমি পিছন পিছন এলাম বলিয়া॥ ৮০ ॥

উভয়ে।—আপনি সর্ব্বত্র বিজয়ী হউন। [নিষ্ক্রান্ত॥ ৮১ ॥

রাজা।—মাধব্য! শকুন্তলা দেখ্‌বার সখ আছে? ॥ ৮২ ॥

বিদূষক।—প্রথম খুবই ছিল, কিন্তু ঐ রাক্ষসের কথা শুনে আর একটুও নাই, সবটুকু শুকিয়ে গ্যাছে॥ ৮৩ ॥

রাজা।—ভয় কি? আমার কাছেই ত থাক্‌বে॥ ৮৪ ॥

বিদূষক।—উঃ—তবেই দেখ্‌ছি, এ যাত্রায় রাক্ষসের মুখ থেকে বাঁচলুম॥ ৮৫ ॥

দৌবারিক।—(প্রবেশপূর্ব্বক) মহারাজের বিজয়যাত্রার জন্য রথ সজ্জিত করা হয়েছে, এ দিকে দেবীদের কি যেন আদেশ নিয়ে নগর হইতে এক করভক এসেছে॥ ৮৬ ॥

রাজা।—(অতি আদরের সহিত) জননীরা পাঠিয়েছেন? ॥ ৮৭ ॥

প্রতিনিধি চলে। আশ্রমে ত চলিবে না. তথায় স্বয়ং গেলেন। উপর উপর দেখিতে জিনিষটা খুবই সুন্দর। ঋষিদের রাক্ষসরা উৎপাত করিতেছে। দুষ্মন্তের ন্যায় বীর ছাড়া তাহার নিবারণ অসম্ভব। না গেলে সহজ-ক্রোধ ঋষিরা অভিসম্পাতও করিতে পারেন,—আর সর্ব্বোপরি রাজার কর্ত্তব্যই হইল বিপন্নের বিপদ নিবারণ করা। এরূপ ক্ষেত্রে রাজার যাওয়াই উচিত। মা মা, শত অপরাধেও মার মাতৃত্ব ব্যাহত হয় না, কুপুত্র হইতে পারে, কুমাতা কদাচ হন্ না।—ইত্যাদি। কিন্তু রাজার অত হিসাব করিয়া চলার সময় ছিল কি না, তাহা সুধী পাঠকগণের বিবেচনার উপরই নির্ভর করা ভালো।

রাক্ষসের নামে ব্রাহ্মণ বিদূষকের পেটের ভাত চাল হইয়া গিয়াছিল, এমন সময়ে তাহাকেই প্রতিনিধি করিয়া, অনেক বলিয়া কহিয়া রাজা রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু একটা বড়ই গোলে পড়িলেন। বিদূষক যেমন

দৌবারিকঃ।—অহই। ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— নন্থ প্রবেশ্যতাম্। ॥ ৮৯ ॥

দৌবারিকঃ।—তহ। (নিষ্ক্রম্য করভকেণ সহ প্রবিশ্য) এসো ভট্টা, উবসপ্প ॥ ৯০ ॥

করভকঃ।— জেদু জেদু ভট্টা। দেঈ আণবেই আআমিণি চউত্থদিঅহে পউত্তপারণো মে উববাসো
হোহিই তহিং দীহাউণা অবস্সং সংভাবিদব্বত্তি। ॥ ৯১ ॥

রাজা।— ইতস্তপস্বিকার্য্যম্ ইতো গুরুজনাজ্ঞা দ্বয়মপি অনতিক্রমণীয়ম্। কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্? ॥ ৯২ ॥

বিদূষকঃ।— তিসঙ্কু বিঅ অন্তরালে চিট্‌ঠ। ॥ ৯৩ ॥

রাজা।— সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি।

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহো যথা॥

(বিচিন্ত্য) সখে ত্বমম্বয়া পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ। অতো ভবান্ ইতঃ প্রতিনিবৃত্য
তপস্বিকার্য্যব্যগ্রমনসং মামাবেদ্য তত্রভবতীনাং পুত্রকৃত্যম্ অনুষ্ঠাতুমর্হতি ॥ ৯৪ ॥

প্রাকৃতান্মুবাদ।—অথ কিম্॥ ৮৮॥

তথা। (বেরিয়ে গিয়ে করভককে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ) —এষঃ ভর্ত্তা, উপসর্প॥ ৯০॥

জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। দেবী আজ্ঞাপয়তি,—"আগামিনি চতুর্থ-দিবসে প্রবৃত্ত-পারণো মে উপবাসঃ ভবতি। তত্র দীর্ঘায়ুষা অবশ্যং সম্ভাবয়িতব্যা ইতি॥ ৯১॥

ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরালে তিষ্ঠ॥ ৯৩॥

বঙ্গার্থ।—দৌবারিক।—আজ্ঞে হাঁ॥ ৮৮॥

রাজা।—শীঘ্র ভিতরে নিয়ে এস॥ ৮৯॥

দৌবারিক।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান ও করভকের সহিত পুনঃ প্রবেশ)—এই মহারাজ বসিয়া,—নিকটে যাও॥ ৯০॥

করভক।—ভর্ত্তার জয় হউক। দেবী আজ্ঞা করেছেন—আগামী চতুর্থ দিবসে আমার উপবাসের পারণা হইবে,—সেই দিন দীর্ঘজীবী তুমি এসে অবশ্য আমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে॥ ৯১॥

রাজা।—তাই ত!—এক দিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, অন্য দিকে গুরুজনের আদেশ,—দুই-ই অপরিহার্য্য, এখন করি কি?॥ ৯২॥

বিদূষক।—কেন? ত্রিশঙ্কুর মতো মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাও॥ ৯৩॥

রাজা।—ঠাট্টা নয়। সত্যই আমি মহা ভাবনায় পড়লাম। দুইটিই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—অথচ এক স্থানের নহে,—দুইটিই বিভিন্ন স্থানের। আমার মনটা যেন আজ দুই দিকের দুইটা কর্ত্তব্যের টানে—চিরিয়া সমান দুই ভাগ হইয়া যাইতেছে। কোনো বেগবান্ নদের খর-স্রোত যদি সম্মুখে কোনো পর্ব্বতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্রোত যেমন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, আজ আমার মনেরও সেই অবস্থা। (একটু চিন্তা করিয়া) সখে! আমার মা তোমাকে পুত্র তুল্যই মনে করেন। অতএব তুমিই একটু কষ্ট কর,—তপস্বীদের বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমি যে কিরূপ ব্যস্ত, তাহা এখান হইতে ফিরিয়া মা'র কাছে গিয়া ভালো করিয়া বুঝাইয়া দাও, ও আমার প্রতিনিধিরূপে তাহার পুত্রের কার্য্য কর॥ ৯৪॥

রাজার বিদূষক, তেমন রাণীদেরও সে বিদূষক, পরম প্রিয়, শঙ্কাহীন বন্ধু। পাছে সে গিয়া অন্তঃপুরে শকুন্তলার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দেয়, তাই রাজা বলিয়া দিলেন যে, শকুন্তলা সম্বন্ধে এত বেলা তোমাকে যত কিছু বলিলাম, ও সব একটা উপন্যাস মাত্র। সত্য নহে। কোনমতে সময় কাটাইবার জন্য একটা গল্প তৈরি করিয়া বলিতেছিলাম মাত্র। নেহাৎ গোবেচারি বিদূষক, তাহাই ঠিক ভাবিয়া লইল। রাজাও নিশ্চিন্তমনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। শকুন্তলার ব্যাপারটা যে গোপনীয়, এই ভাবটা রাজার মুখ দিয়া বাহির করিয়া কবি রাজহৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া দেখাইলেন। কাজটা

বিদূষকঃ।— ণ কথু মং রক্খোভীরুঅং গণেসি। ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) কথমেতদ্ভবতি সম্ভাব্যতে। ॥ ৯৬ ॥

বিদূষকঃ।— জহ রাআণুএণ গন্তব্বং তহ গচ্ছামি। ॥ ৯৭ ॥

রাজা।— নন্থু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি সর্বান্ অনুযাত্রিকাংস্তবৈব সহ প্রস্থাপয়ামি ॥ ৯৮ ॥

বিদূষকঃ।— তেণ হি জুঅরাও মহি দাণিং সংবুত্তো। ॥ ৯ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) চপলোঽয়ং বটুঃ। কদাচিদস্মৎপ্রার্থনাম্ অন্তঃ-পুরেভ্যঃ কথয়েৎ। ভবতু এনমেবং বক্ষ্যে। (বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা প্রকাশম্) বয়স্য, ঋষিগৌরবাদাশ্রমং গচ্ছামি। ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যায়াং মমাভিলাষঃ; পশ্য—

ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥ ॥ ১০০ ॥

বিদূষকঃ।— অহইং। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ॥ ১০১ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

প্রাকৃতানুবাদ।—ন খলু মাং রাক্ষস-ভীরুকং গণয়সি ॥ ৯৫ ॥

যথা রাজানুজেন গন্তব্যং, তথা গচ্ছামি ॥ ৯৭ ॥

তেন হি যুবরাজঃ অস্মি সংবৃত্তঃ ॥ ৯৯ ॥

অথ কিম্? ॥ ১০১ ॥

ব্রহ্মার্থ।—বিদূষক।—আপত্তি নাই। কিন্তু তুমি ভেবো না যে—আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্ছি ॥ ৯৫ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) সে কি? তোমাতে কি এ'টা সম্ভব পর? ॥ ৯৬ ॥

বিদূষক।—একটি কথা,—রাজার ছোট ভাইয়ের যেমন ভাবে গেলে মানায়, আমি কিন্তু তেমন ভাবে যাবো ॥ ৯৭ ॥

রাজা।—নিশ্চয়। তপোবনের কোনরূপ অশান্তি হ'তে দেওয়া উচিত নয়, তাই সমস্ত অনুচর সৈন্যসামন্তকে তোমারই সাথে পাঠিয়ে দেবো ॥ ৯৮ ॥

বিদূষক।—তা' হ'লে দেখ্‌ছি—আমি যুবরাজ হয়ে উঠলুম ॥ ৯৯ ॥

রাজা।—(মনে মনে) এই ব্রাহ্মণ ত যার-পর-নাই হাল্‌কা। আমার এই শকুন্তলাঘটিত ব্যাপারটা, হয় ত বা-অন্তঃপুরের রাণী-মহলেও ব'লে দিতে পারে। আচ্ছা, একে এই কথা বলি—(বিদূষকের হাতখানি ধরিয়া প্রকাশ্যে) ভাই, ঋষিদিগের অনুরোধ রাখা উচিত, তাই আশ্রমে যাচ্ছি। নতুবা সেই তাপস-দুহিতা শকুন্তলার আমার কোনই ঝোঁক নাই। ভাবিয়া দেখ—আমরা ঘোর সংসারী রাজারাজড়া, আর তারা হলো খাঁটি বনবাসী,—মৃগশিশুর সহিত একত্রে সংবর্দ্ধিত, একপ্রকার ঘোর জঙ্গলী, এই দুইএ কি কখনো মিশ খায়? সখে! ঠাট্টা করিয়া তোমাকে ঐ যে শকুন্তলার কথা বলিয়াছি, তা' আবার সত্যি ব'লে মনে কোরো না। বুঝলে? ১০০ ॥

বিদূষক।—হাঁ। [সকলের প্রস্থান ॥ ১০১ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

যে খুব সুসঙ্গত নহে, তাহা রাজা একটু একটু বুঝিলেন। কিন্তু সে বোঝা এখন না বোঝারই সমান। দুষ্মন্ত সেই প্রথমে, নির্জ্জনে পরকীয়া কন্যার রূপদর্শনে একটু ইতস্ততঃ করিয়াও,—শেষে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, যেটুকু ধরা দিয়াছিলেন, এবার তার অনেক বেশী ধরা দিয়া ফেলিলেন। "এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, উহা একটা মনগড়া গল্পমাত্র" বলিয়া দিনে দুপুরে একটা পুকুর চুরি করিয়া বসিলেন।

স্বভাবের চিরন্তন ধর্ম্মে যাহা যেমন ঘটে ও চিরকাল ঘটিয়া আসিয়াছে, তাহাই যিনি সুচারুরূপে দেখাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। কালিদাস সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অতিপ্রকৃতের ত্রিসীমাও তিনি মাড়াইতেন না ॥ ১—১০১ ॥